বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১ - ২০২২

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়

সিলেট বিভাগ, সিলেট

মৃনাল কান্তি বিশ্বাস
বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট।

সম্পাদনায়

মো: ফয়সল আহমদ
পরিদর্শক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট।

সমন্বয়কারী

মুহাম্মদ তানিম রহমান
সহকারী নিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট।

সংকলনে

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, জেলা অডিটর, সিলেট।
মো: মিসবাহ উদ্দিন, পরিদর্শক
মো: সাইফুল ইসলাম, অফিস সহকারি
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট।

প্রকাশ কাল

অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশনায়

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট
বাসা নং-০৫, রোড নং-৩৪, ব্লক নং-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।
ফোন: ০২-৯৯৬৬৩১২৮০
website: www.coop.sylhetdiv.gov.bd
e-mail: jr_sylhet@yahoo.com

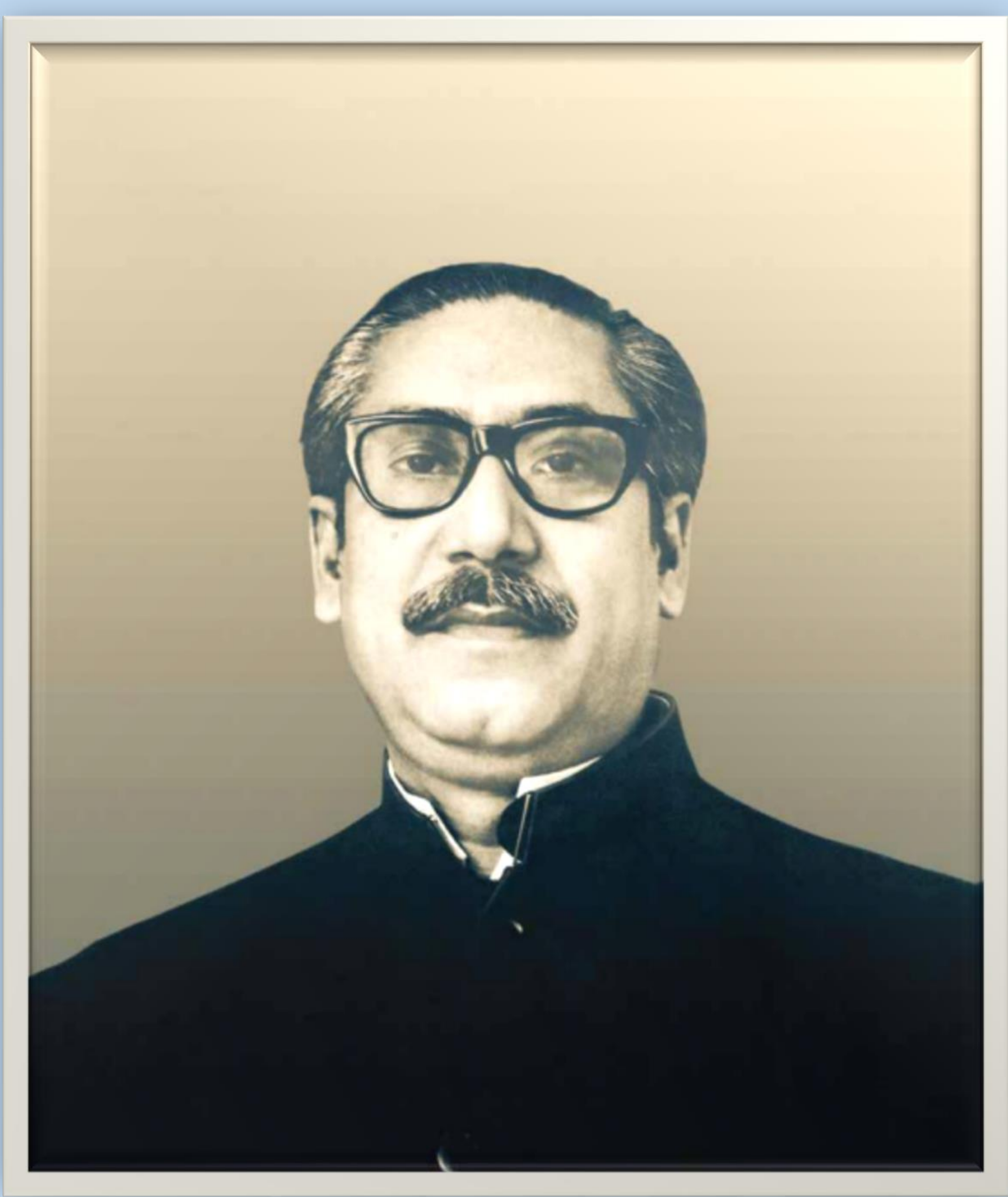

“আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমূখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“এটা পরীক্ষিত যে বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি, বাংলাদেশে কোন দারিদ্র থাকবে না।”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমবায় - সংগীত

-কাজী নজরুল ইসলাম

‘ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে, আয়।
দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র- ‘সমবায়, সমবায়!’
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়।
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি - রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।।

সিলেট বিভাগীয় কমিশনার
সিলেট বিভাগ, সিলেট

বাণী

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের অবদান তুলে ধরার জন্য সমবায় বিভাগ, সিলেট কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম স্বপ্ন ছিল একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। তারই ধারাবাহিকতায় সরকারের ‘ভিশন ২০৪১’ বাস্তবায়নে সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় সমিতিগুলো গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ প্রতিবেদনে সমবায় কার্যক্রমের পরিসংখ্যান হিসেবে সমবায় সমিতিগুলোর সংখ্যা, সদস্য, কার্যকরী মূলধন, ঋণ বিতরণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, সরকারি রাজস্ব আদায়, মুনাফা ও লভ্যাংশ বিতরণের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমবায় দপ্তরের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায়ীদের সক্ষমতা ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে অব্যাহতভাবে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমবায় বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে এবং সক্রিয়ভাবে অবদান রেখে চলেছে। বিভিন্ন ভোগ্য ও ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে আয়বৈষম্য দূরীকরণ ও জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণে দৃশ্যমান অবদান রাখছে সমবায়। জাতির পিতার সমবায় ভাবনার আলোকে ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ শ্লোগানটি ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আরও এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবেদনটি সমবায় বিভাগ, সিলেট এর কার্যক্রম প্রচারে অবদান রাখবে এবং সমবায় কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন

যুগ্ম-নিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়
সিলেট বিভাগ, সিলেট

বাণী

সমবায় এমন একটি উন্নয়ন-পদ্ধতি যা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ নিজেদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমানভাবে অনুসরণ করতে পারেন। বলা যায় এ হচ্ছে এক ধরনের সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক উন্নয়ন মডেল। সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিকভাবে শোষিত, বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনশ্রেণিকে জমিদার- মহাজনদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ থেকে মুক্ত করা। তারই প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই বিভাগে ২০২০ সাল থেকে দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। সিলেট বিভাগের সমবায় সমিতিসূমহ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হলো।

সিলেট বিভাগে বর্তমানে জুন,২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট সমিতির সংখ্যা ১৩১৫৮ টি। যার সদস্য সংখ্যা ৪.২২ লক্ষ। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৩.০৫ লক্ষ এবং মহিলা সদস্য ১.১৭ লক্ষ।

এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠির মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তারই ফলস্বরুপ অত্র বিভাগের বেশ কিছু সংখ্যক সমবায় সমিতি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অত্র বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

জাতির পিতার সমবায় ভাবনার আলোকে “বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ের উন্নয়ন” শ্লোগানটি কাজে লাগিয়ে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। তাঁর এ উন্নয়ন ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে সমাজের বৈষম্য দূর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

যে সকল সহকর্মী বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মৃনাল কান্তি বিশ্বাস

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	ভূমিকা	
২	প্রথম অধ্যায় বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ,সিলেট এর লক্ষ্য , উদ্দেশ্য ও সমিতির তথ্য	
৩	দ্বিতীয় অধ্যায়: সমবায় খাতের অগ্রগতি	
৪	তৃতীয় অধ্যায় : বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমবায় সমিতির তথ্য	
৫	চতুর্থ অধ্যায়: প্রশিক্ষণ	
৬	পঞ্চম অধ্যায়: কতিপয় সমিতির উন্নয়ন কাজের স্থিরচিত্র	

বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন

ভূমিকা

সমবায় এর আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators). বাংলার কৃষককে সুদখোর মহাজনদের শোষন থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু।

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট একটি ঐতিহ্যবাহী বিভাগীয় কার্যালয়। অত্র বিভাগের অধীনে ০৪টি জেলা সমবায় কার্যালয় ও ৩৮টি উপজেলা কার্যালয় রয়েছে। জেলা কার্যালয় সমূহ বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া অত্র বিভাগীয় কার্যালয়টি সিলেটের প্রাণকেন্দ্র শাহজালাল উপশহরে অবস্থিত।

বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সময়ের প্রেক্ষাপটে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরবিহন, পর্যটন, কুটিরশিল্প, আবাসন, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্প ইত্যাদি ৩৫ শ্রেণির বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে। এ সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার ইতিহাস থেকেই বুঝা যায় সমবায় পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পূণর্গঠনের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল করতে গ্রাম সমবায় গড়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তাই সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করেছেন।

বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯৬,৩১৬টি যার ব্যাক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৭,০৭,৫১৪ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৬৭৭৮.১৫ কোটি টাকা। সিলেট বিভাগে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১০৪১৪ টি সদস্য সংখ্যা ১৪.৮৭ লক্ষ জন মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৪৩১১০.৭ লক্ষ টাকা।

এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের সমন্বয়ে সিলেট বিভাগে গড়ে উঠেছে ১৪২ টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলো শক্তিশালীকরণে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের জনশক্তির মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠেছে ২৭টি আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২৫টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার প্রকল্পের অন্যতম। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য

অবদান রেখে চলেছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো পরিবহনসেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সিলেট বিভাগের আওতাধীন ১টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, মৌলভীবাজার এর মাধ্যমে সমবায়ীদের এবং সমবায় বিভাগ, সিলেটের কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে নতুন নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

সমবায়ের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ:

সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্য, সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা। ইতোমধ্যে সমবায় সেক্টরের জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধিকরণ, নতুন জনবল নিয়োগ, সকল পর্যায়ে সুয়োগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপকহারে সমবায়ীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **(ক) 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পঃ (খ) 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পঃ** ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের ফলে সমবায় সেক্টরে দারিদ্র বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে **"বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি"** গঠনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সময়ের চাহিদা পূরণে ও সমবায়ীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালে সরকার সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন করে সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন-২০২০) জারি করেছে। সমবায়ীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সমবায় সমিতি আইন. ২০০১ (সংশোধন-২০০২ ও ২০১৩) এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় খাতের ভূমিকা :

(১) কৃষি সমবায় লিঃ

স্বাধীনতার পর এদেশের কৃষিখাত উন্নয়নে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্য পীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিও ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। যার ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে- কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি,ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন ও প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. কর্তৃক এ সকল কৃষি সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

(২) বাজারজাতকরণ সমবায় লিঃ

কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত।

(৩) শিল্প সমবায় লিঃ কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক তাঁতী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সুতা পাকানো সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় হস্ত শিল্প সমবায় ফেডারেশন ও প্রাথমিক মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদি শিল্প সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এধরনের সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(৪) মৎস্যজীবি সমবায় লিঃ

দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর অর্ন্তভুক্ত। মাছ হচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রোটিন চাহিদা মিটানোর প্রধান উৎস এবং দেশের অর্থনীতিতে ইহার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উনড়বয়ন, মৎস্য ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ও ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মাঝে বিতরণ, সদস্যদের কল্যাণে মৎস্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জলমহল ইজারা গ্রহণ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১২ মার্চ দেশের মৎস্যজীবী সমবায়সমূহের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬) মহিলা সমবায় লিঃ

নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় সমিতি। জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক বিআরডিবিভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সদস্যভূক্ত মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন, সেলাই, এমব্রয়ডারী ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লি: ১৯৭৭ সালের মে মাসে নিবন্ধিত হয়।

(৭) পরিবহণ সমবায় লিঃ

পরিবহন খাতের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রাক চালক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় মেক্সি চালক সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতি যেমন প্রাথমিক অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক ও ট্যাংক/লরী চালক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক মটর মালিক ও শ্রমিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত।

(৮) গৃহায়ন সমবায় লিঃ

শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক গৃহনির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি এর অন্তর্ভুক্ত।

(৯) দুগ্ধ সমবায় লিঃ

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ ব্রান্ড নাম মিল্কভিটা নামে একটি জাতীয় সমিতি এ খাতের নেতৃত্ব

প্রদান করছে যেটি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার "সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প " নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম "বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড" (ব্রান্ড নাম মিল্ক ভিটা) নামে নামকরণ করা হয়। মিল্কভিটা গ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্কভিটা প্যাকেটজাত তরল দুধের পাশাপাশি ঘি, গুড়াদুধ, মাখন, আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপনন করছে।

(১০) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় লিঃ

প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ত্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(১১) আশ্রয়ণ সমবায় লিঃ

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২), দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে এ পর্যন্ত মোট (০৩) টি ফেইজে অসহায় পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে এ প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত। সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উনড়বয়নসহ বিভিনড়ব বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ আদায় ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমগুলোকে ঋণ আদায়ের মাসিক অগ্রগতি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক), অডিট অগ্রগতি প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

(১২) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিও পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়সমূহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের বিধিবদ্ধ কার্যাবলী নিয়মিত তদারকি করে থাকে।

১ম অধ্যায়

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়,সিলেট

১. বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেটের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প:

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য:

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১.৩.১ সমবায় অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গঠন;
২. দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমবায়ের মানোন্নয়ন;
৩. মানসম্পন্ন ও নিরাপদ সমবায় পণ্য উৎপাদন ও প্রসার;
৪. দরিদ্র ও অনগ্রসর মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকার অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য:

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;

১.4 কার্যাবলী:

১. সমবায় নীতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান;
২. সমবায় নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
৩. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাগত মান বৃদ্ধি করা;
৪. সমবায় সদস্যবৃন্দকে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূলধন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা;
৫. সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা;
৬. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;
৭. সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
৮. সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা;
৯. অভিলক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, উন্নয়ন কর্মসূচী এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

১.৫ সিলেট সমবায় বিভাগের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব:

১. সমবায় আন্দোলনের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিপ্রণয়ন করা ;

২. নীতিমালার আলোকে প্রণীত সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ তত্ত্বাবধান করা;

৩. সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ বা প্রস্তাবনা প্রদান করা;

৪. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সমবায় সমিতির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বেতনভুক্ত কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় নীতিমালা ও এর প্রায়োগিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৫. সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সাপেক্ষে, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ,সঠিক ব্যবস্থাপনা, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করতঃ সমিতির স্বাভাবিক এবং আইনগত কার্যক্রম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধন এবং অডিট করা;

৬. যুগের চাহিদা মোতাবেক সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের উপর অর্পিত বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা;

৭. সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে জরিপ, গবেষণা এবং কেস স্টাডি পরিচালনা করে ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা;

৮. সরকারের অনুমোদনক্রমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা ;

৯. সিলেট কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বিএডিসি ইত্যাদি সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্লান্ট স্থাপন এবং পণ্য আমদানী রপ্তানীর জন্য ঋণ ও যন্ত্রপাতিসমূহ এবং সমবায় সমিতির জন্য অন্যান্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করা।

১০. সমবায়ের প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ; এবং

১১. দাপ্তরিক প্রশাসন পরিচালনা।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান:

মানব সম্পদ উন্নয়নে সমবায় বিভাগ, সিলেটের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বিভাগের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের সমবায় ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সমবায় দিবস:

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসঃ জুলাই মাসের ১ম শনিবার

জাতীয় সমবায় দিবসঃ নভেম্বর মাসের ১ম শনিবার

সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্য:

সমিতির স্তর বিন্যাস: দেশের মোট সমবায় সমিতিসমূহ ৩টি স্তরে বিভক্ত-

ক. প্রাথমিক সমবায় সমিতি

খ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি

গ. জাতীয় সমবায় সমিতি

অপরদিকে সমিতি গঠনের উদ্যোগ, অর্থায়ন ও সেবা প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমবায় সমিতিসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

ক. সাধারণ সমবায় সমিতি

খ. বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট সমবায় সমিতি

সমিতির সংখ্যা: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সিলেট বিভাগে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৩১৫৮ টি, যার শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপঃ

শ্রেণী	**সংখ্যা**
কেন্দ্রীয়	৮৭ টি
প্রাথমিক	১৩০৭১টি
মোট	১৩১৫৮টি

সমবায় বিভাগ, সিলেট এর সমবায় সমিতির মৌলিক তথ্য (২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী)

জেলার নাম	সমবায় সমিতির সংখ্যা				২০-২১ সনের অডিট ফি ও সিডিএফ আদায়		
	কেন্দ্রীয়		প্রাথমিক	মোট সমিতি সংখ্যা	সদস্য	অডিট ফি	সিডিএফ
	বিভাগীয়	পউব					
১	২	৩	৪	৫	৬	১০	১১
সিলেট	৬	২২	৩৭০২	৩৭৩০	১.৪৬	২.৯৯	৬.৪২
সুনামগঞ্জ	৩	২৩	৩৪৯৯	৩৫২৫	১.০৯	৬.৬৮	২.৮
হবিগঞ্জ	৩	১৬	৩২৭৭	৩২৯৬	০.৯৬	২.৬৯	০.৭৪
মৌলভীবাজার	২	১২	২৫৯৩	২৬০৭	০.৭১	২.৮৯	২.০৬
সর্বমোট	১৪	৭৩	১৩০৭১	১৩১৫৮	৪.২২	১৫.২৫	১২.০২

প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম:

- সমবায়ের কার্যক্রম প্রচার ;
- সমবায় বিভাগ, সিলেটের অন্যান্য প্রকাশনা যেমন- বার্ষিক প্রতিবেদন, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি ;
- বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন ;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন ;
- জাতীয় সমবায় পুরস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- রেডিও ও টেলিভিশন সহ অন্যান্য গণ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ ও প্রচার সংক্রান্ত কাজ ;
- সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রদর্শনী যেমন- ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, মেলা ইত্যাদির আয়োজন করা ;
- গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, বইপত্র, সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ;
- সমবায় কার্যক্রম এর প্রচার সংক্রান্ত ফটোগ্রাফিক কার্যক্রম;

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেটের প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম	সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়	উপকারভোগীদের মাঝে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত, লক্ষ (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা	আদায়ের হার (%)
১	২	৩	৪	৫
আশ্রয়ণ	৮১.৩৫	১৮৫.২৮	৮৩০ জন	৬১%
আশ্রয়ণ ফেইজ-২	৬০.৪৬	৪৯.৭২	৭৮৯ জন	৫৭%
আশ্রয়ণ-২	১০৮.০০	৫৫.০০	৫২০ জন	৩৩%
ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার	১.০০	২.৪৫	১৬ জন	
শক্তিশালীকরণ	১.৩৫	১.৮০	১৯ জন	

১.৮.৫ কর্মসংস্থান:

এ বিভাগের সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সর্বমোট ৩৪১৯ জন লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

১.৮.৬ অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়:

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট সরকারি রাজস্ব (ননট্যাক্স) আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সমিতি হতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ১০৭ বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমবায় অডিট ফি হিসেবে ১৮.৬০ লক্ষ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল হিসেবে ১২.৭২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩১.৩২ লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

১.৮.৯ সমবায় সমিতির অডিট:

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট এর অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব ও কার্যক্রম অডিট করা হয়। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে সমিতি অডিটের তথ্য নিম্নের ছকে দেখানো হলো।

সমিতির শ্রেণি	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
কেন্দ্রীয় সমিতি	৮৪	৮৪	১০০%
প্রাথমিক সমিতি	৪৩৯১	৪৩৯১	১০০%
মোট	৪৪৭৫	৪৪৭৫	১০০%

সিলেট বিভাগীয় সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন পদের তালিকা

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদের সংখ্যা				মন্তব্য
			পদোন্নতি প্রাপ্ত	সরাসরি নিয়োগ	মোট	শুন্যপদ	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
০১	যুগ্ম-নিবন্ধক	০১	০১	--	০১	--	
০২	উপ-নিবন্ধক	০২	--	--	--	০২	বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেট
০৩	উপ-নিবন্ধক (অধ্যক্ষ্য)	০১	০১	--	০১	--	
০৪	সহকারী নিবন্ধক	০২	--	--	--	০১	বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেট
০৫	সহকারী নিবন্ধক (উপাধ্যাক্ষ)	০১	--	--	--	০১	আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার।
০৬	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	০৪	০২	০২	০৪	--	
০৭	উপ-সহকারী নিবন্ধক	০৪	০৪	--	০৪	০	---
০৮	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	৩৮	৩৫	--	৩৫	০৩	বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ, সিলেট ও তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
০৯	জেলা অডিটর	০৪	--	--	--	০৪	জেলা সমবায় কার্যালয়, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।
১০	পরিদর্শক	৪২	৩২	০৩	৩৫	০৭	জেলা সমবায় কার্যালয়, সিলেট-০৩, মৌলভীবাজার-০২, হবিগঞ্জ-০১, সুনামগঞ্জ-০১
১১	প্রশিক্ষক	০৪	০২	--	০২	০২	জেলা সমবায় কার্যালয়, সিলেট ও সুনামগঞ্জ ।
১২	সরেজমিনে তদন্তকারী	০৪	--	০৩	০৩	০১	জেলা সমবায় কার্যালয়, সিলেট
১৩	মহিলা পরিদর্শক	০১	--	--	--	০১	বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেট
১৪	সহকারী পরিদর্শক	৭৩	১৪	৩০	৪৪	২৯	গোয়াইনঘাট-১, ফেঞ্চুগঞ্জ-১, বালাগঞ্জ-০১, কানাইঘাট-০১, গোলাপগঞ্জ-০১, কোম্পানীগঞ্জ-০১, বিয়ানীবাজর-০১, বিশ্বনাথ-০১, বড়লেখা-০২, রাজনগর-০১, মৌলভীবাজার সদর-০১, কুলাউড়া-০১, বাহুবল-০১, চুনারুঘাট-০২, লাখাই-০১, জগন্নাথপুর-০২, দোয়ারাবাজর-০২, বিশ্বম্ভরপুর-০১, জামালগঞ্জ-০২, শাল্লা-০১, তাহিরপুর-০১, দিরাই-০১, ধর্মপাশা-০১, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ০১
১৫	মহিলা সহকারী পরিদর্শক	০১	--	--	-	০১	বিভাগীয় সমবায় দপ্তর ,সিলেট
১৬	সহকারী প্রশিক্ষক	০৪	--	০৩	০৩	০১	জেলা সমবায় কর্যালয়, মৌলভীবাজার।
১৭	প্রধান সহকারী	০৪	০৪	--	০৪	--	
১৮	উচ্চমান সহকারী	০৩	০২	--	০২	০১	জেলা সমবায় কর্যালয়, হবিগঞ্জ।
১৯	হিসাব রক্ষক	০৫	--	--	--	০৫	বিভাগীয় সমবায় দপ্তর,সিলেট, জেলা সমবায় কার্যালয়, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।

২০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪৬	০২	২২	২৪	২২	জেলা সমবায় কার্যালয়,সিলেট, সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ফেঞ্চুগঞ্জ, জেলা সমবায় কার্যালয় সুনামগঞ্জ-০২, সুনামগঞ্জ সদর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, দিরাই, শাল্লা, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, রাজনগর, বড়লেখা, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল, জেলা সমবায় কার্যালয় হবিগঞ্জ, আজমিরিগঞ্জ, নবীগঞ্জ।
২১	ক্যাশিয়ার	০৪	--	০১	০১	০৩	জেলা সমবায় কার্যালয়, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।
২২	তাঁত তত্তাবধায়ক	০১	--	--	--	০১	জেলা সমবায় কার্যালয়, মৌলভীবাজার।
২৩	ড্রাইভার	০৩	--	০২	০২	০১	জেলা সমবায় কার্যালয়, সুনামগঞ্জ।
২৪	ক্যাশ সরকার	০৪	০১	--	০১	০৩	জেলা সমবায় কার্যালয়, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।
২৫	বাবুর্চি	০১	--	০১	০১	--	--
২৬	সহকারী বাবুর্চি	০১	---	--	--	০১	আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার।
২৭	অফিস সহায়ক	৬৪	--	৪৯	৪৯	১৫	জেলা সমবায় কার্যালয় সিলেট-০২, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, জেলা সমবায় কার্যালয় , সুনামগঞ্জ-০৩, জেলা সমবায় কার্যালয় হবিগঞ্জ -০৩, বাহুবল, লাখাই, মাধবপুর, জেলা সমবায় কার্যালয় মৌলভীবাজার -০১ ও মৌলভীবাজার সদর -০১
২৮	নিরাপত্তা প্রহরী	০৫	--	০৩	০৩	০২	জেলা সমবায় কার্যালয় , মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ।
	মোট	**৩২৭**	**১০১**	**১১৯**	**২২০**	**১০৭**	

২য় অধ্যায়

সমবায় খাতের অগ্রগতি

বাংলাদেশে সমবায়ের কার্যক্রম শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির সকল জোয়ার ভাটা সমবায়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পুঁজিবাদের প্রবল দাপটে মাঝে মধ্যে সমবায়ের অবস্থা নাজুক হলেও এর ফলপ্রসূ কার্যকারিতা তাকে টিকিয়ে রেখেছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সার্বজনীন উপযোগী মাধ্যম হিসেবে। নতুন শতাব্দীতে সমবায় নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মাপকাঠিতে এর ক্রম অগ্রসরতা দৃশ্যমান হয়। অর্থনীতির এ খাতের সাফল্য পরিসংখ্যান এর নিয়মে পরিমাপ করা দুঃসাধ্য বিষয়। তবে কিছু নিয়ামক রয়েছে যার মাধ্যমে এর সফলতা ও ব্যর্থতার একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এ দেশে প্রাথমিক সমবায় সমিতির কার্যক্রমই সমবায় আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। নিম্নে এরূপ প্রাথমিক সমবায় সমিতির কিছু নিয়ামক চিত্র তুলে ধরা হলঃ

২.১ প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা: নতুন সহস্রাব্দে সমবায়ের কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধনের প্রক্রিয়াও অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগেও বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রাথমিক সমবায় সমিতি সংগঠনের ধারা অন্যান্য সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী।

২.২ প্রাথমিক সমিতির সদস্য সংখ্যা: উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হলেও বর্তমানে শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ সামাজিক উন্নতির একটি পরীক্ষিত কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরের জুন ২০২২ পর্যন্ত সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪.৮৭ লক্ষ জন। বিগত ২০২০-২০২১ সালের তুলনায় এ বছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৩ শেয়ার মূলধন: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরী এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করাই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল। যার প্রধান উৎস হল সদস্যদের নিকট বিক্রিত শেয়ার। অত্র বিভাগের সমবায় সমিতির মোট শেয়ার হচ্ছে ২০০৪৫.৮৩ লক্ষ টাকা।

২.৪ সঞ্চয় আমানত: সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে শেয়ারের পরে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সঞ্চয় আমানত এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাকা (চিত্র-৫) । সমিতি প্রতি সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩৩২২১.৮০ লক্ষ টাকা।

২.৫ সংরক্ষিত তহবিল: সমবায় সমিতিগুলোর নীট লাভ থেকে নির্দিষ্ট হারে বিভাজনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যান্য তহবিলে জমা হয়ে থাকে। এ তহবিল সমিতির মূলধন হিসেবে গণ্য হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৩৩৫.০৮ লক্ষ টাকা ।

২.৬ কার্যকরী মূলধন: সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। জুন, ২০২২ নাগাদ প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩১১০.০৭ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের তুলনায় এ বছর কার্যকরী মূলধনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৭ বিনিয়োগ: ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলো বিভিন্ন আর্থিক কর্মকান্ডে প্রায় ১৪৪৮৮.০৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে । ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় এ বছর বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.১১ লভ্যাংশ বিতরণ: করোনা মহামারি জনিত অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতি তার শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে ৪৮৩.৭৯ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

৩য় অধ্যায়

বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমবায় সমিতির তথ্য

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	জেলার নাম	সমিতির বয়স	আদায়কৃত শেয়ার মূলধন	আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত	মোট কার্যকরী মূলধন
০১	কসবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন স সমিতি লিঃ রেজি নং ১৬২৮, তারিখ ০১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ, গ্রামঃ কসবা, পোঃ লিপাইগঞ্জ, উপজেলা নবীগঞ্জ.	হবিগঞ্জ	০৪ বছর (প্রায়)	১,০০,৯০০/-	২,২৪,৩৮০/-	১,০৮,৫৫৫/-
০২	ডলুছড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ.। রেজি নং-সম-শ্রীম/৬৩, তারিখ-৩১/০৮/২০১৬খ্রি. ঠিকানা-: গ্রাম: ডলুছড়া,বালিশিরা ডাকঘর : শ্রীমঙ্গল উপজেলা : শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার	০৪ বছর (প্রায়)	১,৮০,৫০০/-	৩,৭১,৫৫৪/-	২২,২৪,২৩২/-
০৩	পান্ডব সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, রেজিঃ নং: ২১, তারিখ:১৯/১২/২০১০ গ্রাম: পান্ডব, পোঃ ছনবাড়ি, উপজেলাঃ ছাতক, জেলাঃ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	১১ বছর (প্রায়)	২৫,০০০	৭,৯৬,২৫০	৮৪১,১২৮
৪	সোনার বাংলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: রেজিঃ নং- ১৪৭৬, তারিখ- ১৫/০৫/২০১৪খ্রি: গ্রাম: মাধবপুর, পো: মাধবপুর, উপজেলা: মাধবপুর।	হবিগঞ্জ	০৭ বছর (প্রায়)	১,৩৩,৬০০/-	৫৫,৩৯,৯৯১/-	৫৭,৫১,৭৫৪/-
৫	রূপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি. রেজি: নং ৭৬৩,তারিখ: ২৭/১০/২০০৫খ্রি. সংশোধিত রেজি:নং-১০৬১, তাং- ১৪/১০/২০০৯খ্রি.। গ্রাম: কৃষ্ণনগর, ডাকঘর:-জুড়ী, উপজেলা:-জুড়ী,	মৌলভীবাজার।	১৬ বছর (প্রায়)	৩,৯২,১০০/-	১৬৯,০২,৩৮৯/-	১৯,৪২০,৯৮১/-
৬	নিউ উদয়ন সঞ্চয় ও ঋনদান সঃ সঃ লিঃরেজি নং- ০৬৬/১৪ (সুনাম),তারিখ- ২০/০৭/২০১৪ খ্রিঃ গ্রাম- সংবাদপুর পো:- গোলকপুর ইউপি- জামালগঞ্জ সদর,উপজেলা- জামালগঞ্জ,	সুনামগঞ্জ	০৭ বছর (প্রায়)	৪৩১০০/-	৩৫৪৯০৭/-	৪২৪,৭৩৭/-
৭	লাকী মহিলা সমবায় সমিতি লি.। রেজি: নং-৯০৩, তারিখ: ০৯/০৮/২০০৭খ্রি. গ্রাম: করিমপুর চা বাগান, ডাকঘর: করিমপুর, উপজেলা: রাজনগর	মৌলভীবাজার।	১৪ বছর (প্রায়)	৮০,৮০০/-	২৬,৬০০/-	১,২৬,০৩৮/-
৮	রাইজিংসান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ রেজি. নম্বর ২৯/০৭-০৮, তারিখ: ২৩/০৯/২০০৭ ডাক-ঈদগাহ বাজার, জকিগঞ্জ	সিলেট	১৪ বছর (প্রায়)	১৩৩৮,০০০/-	৫১,৪৭,২২৬/-	৭০,৯৫,৪৪৭/-
৯	জনবন্ধু বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. রেজি: নং. সম-মৌল-১১৯০ তারিখ: ২৩/০৮/২০১০খ্রি. বেরীরপাড়, শ্রীমঙ্গল রোড ,ডাকঘর: মৌলভীবাজার, উপজেলা : মৌলভীবাজার সদর,	মৌলভীবাজার	১১ বছর (প্রায়)	৪৭,৬০০/-	১,৩৫৭,৭৬৯/-	১,৭৩৫,৮৩৯/-
১০	আমবাড়ী রাজমিস্ত্রী বহুমুখী সঃ সঃ লিঃ। রেজি নং-১৭০৭, তারিখঃ২৫/০৪/২০১১খ্রিঃ গ্রামঃ-আমবাড়ী, ডাকঃ-আমবাড়ী বাজার। দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	১০ বছর (প্রায়)	৪৮,০০০/-	৩,৪৮,৬২২/-	৬,৪১,৯০৩/-
১১	শিমুলতলা নোয়াগাঁও মধ্যপাড়া নমঃকল্যান মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ, সিল ৭৭/০৯- ১০, তারিখ : ০৯/০৯/২০০৯খ্রিঃ গ্রাম- শিমুলতলা নোয়াগাঁও, ডাক-কোম্পানীগঞ্জ, উপজেলা- কোম্পানীগঞ্জ,	সিলেট	১২ বছর (প্রায়)	৪৫,৭০০/- টাকা	১,৭১,১০০/- টাকা	২,৬৪,৩২৩/- টাকা
১২	আড়িয়ামুগুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ রেজিঃ নং-১৫৩, তারিখঃ ১৬/০৬/১৯৬১খ্রিঃ সংশোধিত হবি ০৫/১৩,	হবিগঞ্জ	৬০ বছর (প্রায়)	৩৯,৯০০/-	২৩৮,২০০/-	২৭,৩৬,০৩৪/-

	তারিখঃ২৬/০৯/২০১৩খ্রিঃ গ্রামঃ আড়িয়ামুগুর, ডাকঃ পাহাড়পুর, উপজেলাঃ বানিয়াচং					
১৩	জুড়ী ভ্যালী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. রেজি : নং - ৫৬৯, তারিখ: ০৪/০৩/২০০৪ইং ঠিকানা : গ্রাম:- শিমুলতলা ডাকঘর:- জুড়ী, উপজেলা:-জুড়ী, জেলা:- মৌলভীবাজার।	মৌলভীবাজার	১৭ বছর (প্রায়)	২৬,৩০০/-	২৬,৩০০/-	১৭৪,০০০/-
১৪	হায়দরপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ রেজিঃ নং – ১৫২৮,তারিখঃ ০৭/০৪/২০১০ গ্রামঃ হায়দরপুর, পোঃ হায়দরপুর, উপজেলাঃ ছাতক,	সুনামগঞ্জ	১১ বছর (প্রায়)	৩৪০০০/-	২৪৯২০০/-	৩২০২২৮/-
১৫	খাদিমপাড়া শিমুলতলী মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লি: রেজি নং-সিল-১৬,, তারিখ: ১০/৪/২০০৫ ঠিকানা: গ্রাম: খাদিমপাড়া ডাক: খাদিমনগর, সিলেট সদর,	সিলেট	১৬ বছর (প্রায়)	৬৮,৩৫০/-	১,৬৯,৯৩০/-	৭৪৫,৭৩২/-
১৬	লাল বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: রেজি নং-৫৮৩,তারিখ-০৯/৭/১৯৭৯ খ্রি: সংশোধিত নিবন্ধন নং ৫৮৩(১), তারিখ: ১৯/১২/২০০৭ ঠিকানা: লাল বাজার, বন্দর বাজার, সিলেট সদর, সিলেট	সিলেট	৪২ বছর (প্রায়)	২,৮১,৮০০/-	১৫,৭৫,০০০/-	৪২,২৪,৭০৬/-
১৭	কাতিয়ারবন পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ রেজিঃনং ৬৪৬,তারিখঃ ২৯/০৫/২০০৪খ্রিঃ সংশোধিত রেজি নং হবি/০৯, তারিখঃ ০৮/০৩/২০১৫খ্রিঃ গ্রামঃ বড়ইউড়ি, ডাকঃ বানিয়াচং, উপজেলাঃ বানিয়াচং	হবিগঞ্জ	১৭ বছর (প্রায়)	১,৮১,৮০০/-	৯,৭৭,০০৩/-	১৪,৭৩,৮৩৫/-
১৮	স্মরণরায় নালা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি.। রেজি. নং. ২৪৪, তারিখ :- ২৬/০২/২০১৩ খ্রি. গ্রাম :-উত্তর ভবানীপুর, ডাকঘর: জুড়ী, উপজেলা: জুড়ী,	মৌলভীবাজার।	০৮ বছর (প্রায়)	৬৬,২০০/-	৯৩,৬৮৩/-	১,৩৮০,৩৮৪/-
১৯	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ রেজি নং সিল-২৯/৮৮-৮৯, তারিখঃ ২৪/০৯/১৯৮৮	সিলেট	৩৩	৪৩,৭৯,৮৮০/-	৪৭,৬৮,৬৩৭/-	১,৫১,৩২,৭০৭/-

সিলেট বিভাগের ২০২২ সালের জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকা দেয়া হলো

ক্যাটাগরি	শ্রেণি	জেলার নাম	সমিতির নাম
০১	০২	০৩	০৪
০১	কৃষি ভিত্তিক/ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন	মৌলভীবাজার	জনসেবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ। রেজিঃ নং-৪৬৬ তারিখঃ ০১/৭/২০১৫
০২	সঞ্চয় ও ঋণদান/ ক্রেডিট	মৌলভীবাজার	রুপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ। রেজিঃ নং-৭৬৩ তারিখঃ ২৭/১০/২০১৫
০৩	বহুমূখী সমবায়	সিলেট	রাইজিংসান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। রেজিঃ নং-২৯/০৭-০৮ তারিখঃ ২৩/৯/২০০৭
০৪	মৎস্য সমবায়	সিলেট	সোনালী একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ। রেজিঃ নং-১৪/১৭-১৮ তারিখঃ ১০/৮/২০১৭
০৫	বিত্তহীন , ভূমিহীন সমবায়	সিলেট	খাদিমপাড়া শিমুলতলা মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ। রেজিঃ নং-১৬ তারিখঃ ১০/৪/২০০৫
০৬	যুব, বিশেষ শ্রেণী, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়	সুনামগঞ্জ	কালাগাং বোয়ারহাওর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ। রেজিঃ নং-১৩০ তারিখঃ ৩১/১২/২০১২
০৭	কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী	সিলেট	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। রেজিঃ নং-২৯/৮৮-৮৯ তারিখঃ ২৪/৯/১৯৮৮

৪র্থ অধ্যায়

সিলেট বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

শত বছরের প্রাচীন ও পরীক্ষিত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হচ্ছে সমবায়। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়। কালক্রমে এই আন্দোলনের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে। ব্যক্তিখাত ও বাজার অর্থনীতির শোষণমূলক আগ্রাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করে ক্ষুদ্র ও কমিউনিটি উদ্যোগের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সমবায় একটি অফুরন্ত সম্ভাবনাময় খাত। এটা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের যে সব সমস্যা সনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় শিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণের অপ্রতুলতা, সেজন্য সমবায় সমিতিগুলোর অভ্যন্তরে আশানুরূপ গতিশীল নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়নি। সমবায় সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব এর অন্যতম কারণ। সুতরাং সমবায় সংগঠনগুলিকে নিয়মিত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে পারলে প্রতিষ্ঠানগুলি সুশৃঙ্খল, লাভজনক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশ ঘটবে বলে আশা করা যায়। আর এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ। এই বিভাগের আওতায় প্রশিক্ষণের জন্য আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট, **মৌলভীবাজার** একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

৪. ১ আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট, মৌলভীবাজার

সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সমবায় সংগঠন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী। এ ধরনের কর্মীবাহিনী সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গঠন সম্ভব নয়। আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট ,**মৌলভীবাজার** একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। যেখানে মূলত: সমবায়কে কেন্দ্র করেই সমস্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সমবায়ীদের এবং সমবায় বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সমবায় খাতের উন্নয়নের জন্য সমবায়ী চেতনা সৃষ্টির নিমিত্তে সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট ,মৌলভীবাজার বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট, **মৌলভীবাজার** ২০২১-২২ প্রশিক্ষণ বর্ষে মোট ৩২টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কোর্সসমূহে সর্বমোট ৭৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০২১ - ২০২২ সনের প্রশিক্ষণ তথ্য।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য (আইজিএ প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	বর্ষপুঞ্জিভূক্ত কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	কোর্স বিশ্লেষণ		প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ			
					লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		
			লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		পুরুষ	নারী	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	হিসাব ও অডিট ব্যবস্থাপনা (বিভাগীয়) কোর্স	বিভাগীয়	০১	০১	২৫ জন	২২	০৩	২৫
০২	বেসিক কম্পিউটার/আইসিটি এপ্লিকেশন/আইসিটি ম্যানেজমেন্ট (বিভাগীয়) কোর্স	বিভাগীয়	০৪	০৫	১০০ জন	৮৭	৩২	১১৯
০৩	রিফ্রেসার (দক্ষতা উন্নয়ন) কোর্স	বিভাগীয়	০৪	০১	১০০ জন	২২	০৩	২৫
০৪	সমিতি ব্যবস্থাপনা কোর্স	সমবায়ী	০৬	০৭	১৫০ জন	১৫০	২৫	১৭৫
০৫	সমিতির হিসাব সংরক্ষণ	সমবায়ী	০৪	০৩	১০০ জন	৫০	২৫	৭৫
০৬	আই.জি.এ. (ব্লক ও বাটিক) কোর্স	সমবায়ী	০২	০২	৫০ জন	----	৫০	৫০
০৭	আই.জি.এ. (ক্রিস্টাল সামগ্রী উৎপাদন) কোর্স	সমবায়ী	০২	০২	৫০ জন	----	৫০	৫০
০৮	আই.জি.এ. (মৌমাছি চাষ) কোর্স	সমবায়ী	০২	---	৫০ জন	----	---	---
০৯	আই.জি.এ.গাভী পালন কোর্স	সমবায়ী	০১	০১	২৫ জন	---	২৫	২৫
১০	আই.জি.এ.গরু মোটাতাজা করন কোর্স	সমবায়ী	০১	০১	২৫ জন	২৫	---	২৫
১১	আই.জি.এ.টেইলারিং কোর্স	সমবায়ী	০২	০১	৫০ জন	----	২৫	২৫
১২	বেসিক কম্পিউটার/ কম্পিউটার এপ্লিকেশন কোস	সমবায়ী	০২	০১	৫০ জন	----	২৫	২৫
১৩	উদ্যোক্তা সৃষ্টি কোর্স	সমবায়ী	০২	০২	৫০ জন	৫০	---	৫০
১৪	আইজি মোবাইল সার্ভিসিং কোর্স	সমবায়ী	০১	০১	২৫ জন	২৫	---	২৫
১৫	আইজিএ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়ারিং কোর্স	সমবায়ী	০১	০১	২৫ জন	২৫	---	২৫
১৬	আইজিএ আউট সোর্সিং কোর্স	সমবায়ী	০১	০১	২৫ জন	২৫	---	২৫
১৭	আইজিএ আইটি ম্যানেজমেন্ট কোর্স	সমবায়ী	০১	০২	২৫ জন	২৫	২৫	৫০
১৮	আইজিএ বিউটিফিকেশন কোর্স	সমবায়ী	০১	---	২৫ জন	----	---	---
		মোট	৩৮	৩২	৯৫০	৫০৬	২৮৮	৭৯৪

পঞ্চম অধ্যায়

কতিপয় সমবায় সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

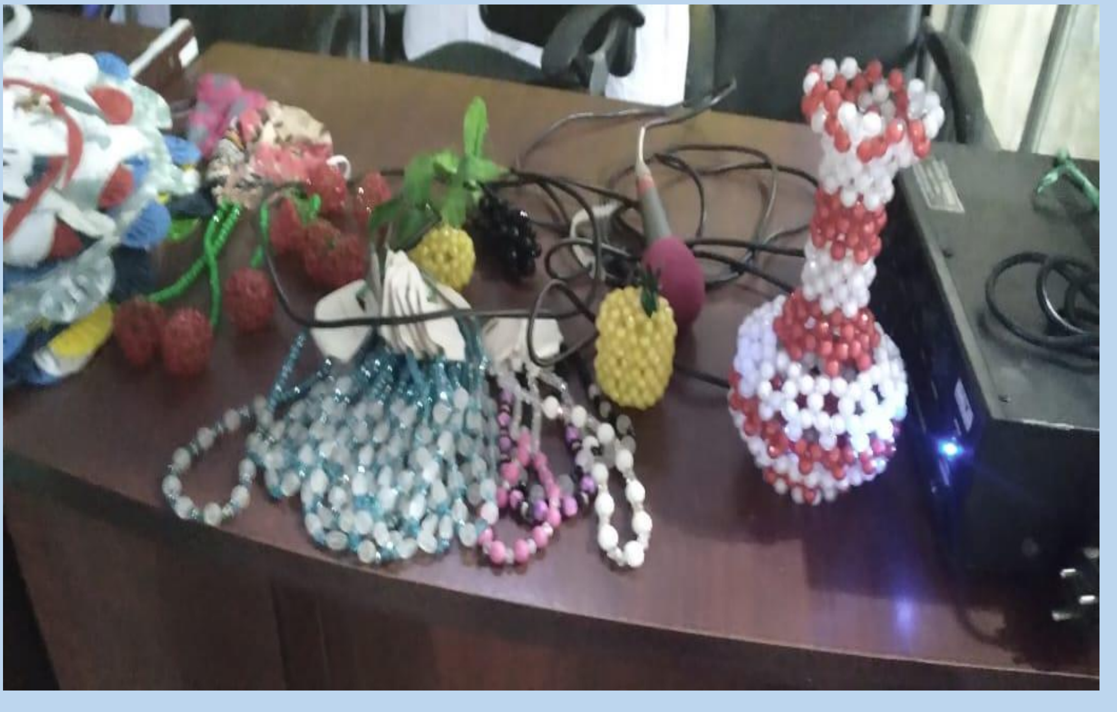

বড়লেখা মহিলা কল্যাণ সমবায় সমিতি লি., বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

সবজিগ্রাম কৃষি সমবায় সমিতি লি., কানাইঘাট, সিলেট।

সানরাইজ গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্প-২ পরিদর্শন করেন সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ঋণ কমিটির সভাপতি- মোঃ নাজিম উদ্দিন , মোঃ আবুল কাশিম ও মোঃ নাজমুল ইসলাম।

তারিখঃ ০৩/০৪/২০১৯ইং।

সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, কানাইঘাট, সিলেট এর চিকিৎসা সেবা

অদ্য ১০/১১/২০১৭ ইং রোজঃ শুক্রবার, বিকালঃ ০৪.০০ ঘটিকার সময় সানরাইজ পোল্ট্রি ফার্ম পরিদর্শন করেন সভাপতি জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন, সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম, সদস্য মোঃ আব্দুল ওদুদ চৌঃ রুহিন, বিনিয়োগ কমিটির সদস্য জনাব, আব্দুল অদুদ দুদু ।

সবজিগ্রাম কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, কানাইঘাট, সিলেট।

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে বহুমুখী পর্যায়ে ২০১৮ সালের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি জনাব মোঃ মখলিছুর রহমান।

তারিখ: ০২-১১-২০১৯ইং